কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ৩

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-৩"**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

১)(মক্কার মুষরিকরা বলে) নাকি, সে (মুহাম্মদ) নিজেই এটা রচনা করে নিয়েছে। তুমি(মুহাম্মাদ) বলো,এটি (এই কুরআন) যদি আমি রচনা করে থাকি তবে আমার অপরাধের জন্য আমি দায়ী হব। আর তোমরা যে অপরাধ করেছো তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্ত।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ ৩৫

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ

তবে কি তারা বলেঃ সে (মুহাম্মদ সঃ) এটা (কুরআন) নিজেই রচনা করেছে। তুমি বলে দাওঃ যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি তবে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তিবে, আর আমি তোমার এই অপরাধ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

২) নূহকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো তোমার কওমের যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউই ঈমান আনবে না।

সুরা হুদ১১, আয়াতঃ৩৬

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

আর নূহের(আঃ) প্রতি ওহী প্রেরিত হলো, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওম হতে আর কেউ ঈমান আনবে না। কাজেই যা তারা করছে তাতে তুমি মোটেই দুঃখ করো না।

৩) আমাদের তত্ত্বাবধান ও অহীর ভিত্তিতে তোমরা একটি নৌযান তৈরী করো।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৩৭

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ করো, আর আমার কাছে যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলো না, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

৪) সে নৌযান তৈরী করছিলো, তখন তাঁর কওমের প্রধাণরা ওখান দিয়ে যাওয়া আসার সময় এ নিয়ে তাঁকে উপহাস করতো।

সুরা হুদ ১১,আয়াতঃ ৩৮

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

তিনি নৌকা নির্মাণ করতে লাগলেন, আর যখনই তার কওমের সরদারদের মধ্যে যে তাঁর নিকট দিয়ে গমণ করতো, তখনই তার উপহাস করতো, তিনি বলতেনঃ যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস করো তবে আমরাই (একদিন) তোমাদের উপহাস করবো, যেমন তোমরা আমাদের উপহাস করছো।

৫) নূহ বলেছিল, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ,কাদের উপর এসে পড়বে অপমানের আযাব।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৩৯

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ

সুতরাং সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, সে কোন্ ব্যক্তি যার উপর এমন আযাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দেবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হবে।

৬) অবশেষে এসে পড়ে আমাদের নির্দেশ এবং চুলা থেকে উথলে উঠতে থাকে পানির স্রোত। আমরা বললাম, নৌযানে উঠিয়ে নাও সব শ্রেণীর যুগলের দু'টি করে,আর তোমার পরিবার পরিজন আর যারা ঈমান এনেছে। তবে তাদেরকে নয় যাদের ব্যপারে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪০

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছল এবং চুল্লো(হতে পানি) উথলিয়ে উঠতে লাগলো,আমি বললাম , প্রত্যেক জীবের এক- এক জোড়া, দু'দুটি করে তাতে (নৌকাতে)উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবার বর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকে; আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তার সাথে ঈমান আনে নাই ।

৭) সে আরোহের সময়, সবাইকে বলতে বলেছে , আরম্ভ করছি আল্লাহর নামে এর চলতি ও স্থিতি।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪১

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

আর তিনি নূহ(আঃ) বললেনঃ তোমরা এতে(নৌকায়) আরোহন কর , এর গতি ও এর অবস্থান আল্লাহরই নামে; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৮) পর্বতের মতো তরঙ্গের মধ্যে নৌকাটি চলছিল। নূহ তাঁর ছেলেকে বলেছিল, হে আমার পুত্র আমাদের সাথে আরোহন কর।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪২

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ

আর সেই নৌকাটিই তাদেরকে নিয়ে পর্বত তূল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগলো, আর নূহ(আঃ) স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগলেন এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হও এবং কাফিরদের সাথে থেকো না।

৯) কিন্তু সে বলেছিল , আমি উঁচু পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমাকে প্লাবণ থেকে রক্ষা করবে বলতে বলতে তরঙ্গ তাদের মাঝখানে ঢুকে গেল এবং সে (নূহ পুত্র) ডুবে যাওয়াদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪৩

قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

সে বললোঃ আমি এখনি কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করবো যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। তিনি নূহ(আঃ) বললেনঃ আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেউই রক্ষাকারী নেই; কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন, ইতিমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়লো, ফলে সে নিমজ্জিত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়লো।

১০) অবশেষে বলা হলো , হে পৃথিবী ,তুমি পানি গ্রাস করে নাও , হে আকাশ তুমি বর্ষণ বন্ধ করো। অতঃপর প্লাবণ শেষ হলো এবং নৌকাটি জুদি পাহাড়ের উপর এসে স্থির হলো। আর বলা হলো নিপাত গেলো যালিম সম্প্রদায়।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ ৪৪

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

আর আদেশ হলোঃ হে যমীন স্বীয় পানি গিলে নাও এবং হে আসমান! থেমে যাও, তখন পানি কমে গেলো ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো আর নৌকা জুদী (পাহাড়) এর উপর এসে থামলো, আর বলা হলোঃ অন্যায়কারীরা আল্লাহর রহমত হতে দূরে।

১১) নূহ তাঁর প্রভুকে ডেকে বলেছিল, আমার প্রভু, আমার ছেলে তো আমার পরিবারেরই একজন।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪৫

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

আর নূহ(আঃ) নিজ প্রতিপালককে ডাকলেন এবং বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত আর আপনার ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

১২) আল্লাহ বলেছিলেন, হে নূহ ! সে তোমার পরিবারের সদস্য নয়। সে তো এক অসৎকর্ম। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করোনা ।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪৬

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ হে নূহ ! এব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ন,অতএব , তুমি এমন বিষয়ের আবেদন করো না যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।

১৩) নূহ বললো ,হে আমার প্রভু তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো এবং আমার প্রতি রহমত না কর, তবে তো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অনর্ভূক্ত হয়ে পড়বো।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪৭

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

সে (নূহ আঃ) বললোঃ হে আমার প্রতিপালক!আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি , যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই, আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো।

১৪) বলা হয়েছিলো, হে নূহ, নৌযান থেকে নেমে পড়ো। আমাদের পক্ষ থেকে সালাম ও বরকত তোমার প্রতি এবং যে সব প্রজাতি তোমার সাথে রয়েছে তাদের প্রতি।

সুরা হুদ ১১ , আয়াতঃ৪৮

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

বলা হলোঃ হে নূহ(আঃ) অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে সালাম ও বরকতসমূহ তোমার উপর এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে ; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি (কিছুকাল দুনিয়ার) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করবো, ততপর তাদেরকে স্পর্শ করবে কঠিন শাস্তি।

১৫) এগুলো গায়েবের সংবাদ(হে মুহাম্মদ) তোমার প্রতি আমি ওহী করেছি , তুমি কিংবা তোমার জাতি ইতোপূর্বে এ বিষয়গুলো জানতে না। অতএব সবর অবলম্বন কর, পরিণামে সাফল্য মুত্তাকিদের জন্যে।

সুরা হুদ ১১, আয়াতঃ৪৯

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এটা হচ্ছে গায়েবী সংবাদসমূহের অন্তর্ভূক্ত , যা আমি তোমার (হে মুহাম্মদ সঃ) তোমার কাছে ওহী মারফত পৌঁছিয়ে দিচ্ছি , ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার কওম; অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর ; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই।

মুহাম্মদ(দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা নূহের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে, এটা জানিয়ে দিলেন যে, নূহ ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন , মুষ্টিমেয় লোক তার প্রতি ঈমান এনেছিল। নূহ কখনো ধৈর্যহারা হননি। সুতরাং তুমি (মুহাম্মদ) ও তোমার সাথি মুসলিমগণ সবর অবলম্বন করো। পক্ষান্তরে মুষরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হচ্ছে নূহের কওমের লোকদের উপর আযাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো পরিণামে কাফেরদের জন্য ধ্বংস ও মুত্তাকীদের জন্যে সাফল্য এটাই আল্লাহর নীতি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নূহের ঘটনা , মুহাম্মদ(সঃ) এর ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। সতর্ক হয়ে যাই। ইসলামের পথে অবিচল থাকি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....